অবিলম্বে প্রকাশের উদ্দেশ্যে: 9/26/2019 **গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমো**

মেনথল ফ্লেভারড ই-সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশনারের কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করেন গভর্নর কুওমো।

গভর্নর মেনথল ফ্লেভারকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনতে জরুরী নিয়মকানুন সম্প্রসারণের জন্য কমিশনার জুকারকে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা পরিষদের (Public Health and Health Planning Council, PHHPC) বৈঠক আহ্বান করার নির্দেশ দেন

নতুন তথ্যে দেখা যায় তরুণদের মধ্যে শ্বাসের মাধ্যমে মেন্থল ও মিন্ট গ্রহণের ব্যবহার উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে

গভর্নরের কাছে কমিশনার জুকারের পাঠানো সুপারিশের অনুলিপি এখানে পাওয়া যাবে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমো আজ ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি নিউ ইয়র্ক রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনার ডঃ হাওয়ার্ড জুকারকাছ থেকে একটি সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। তিনি এই সুপারিশগুলি গ্রহণ করেছেন এবং মেন্থলফ্লেভারকে এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার জন্য জরুরী নিয়মকানুন সম্প্রসারিত করতে যত দ্রুত সম্ভব জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা পরিষদের জরুরী বৈঠক ডাকার জন্য কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

"এটা স্পষ্ট যে, ভ্যাপ এবং ই-সিগারেট কোম্পানিগুলো তরুণদেরকে তাদের পণ্যে আসক্ত করে তুলতে ফ্লেভার ব্যবহার করছে এবং নিউ ইয়র্কে আমরা এই বিপণন কৌশলটির অবসান ঘটাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি", **গভর্নর কুওমো বলেন।** "এছাড়াও, ফ্লেভারড ই-সিগারেটের উপর নিষেধাজ্ঞা ইতোমধ্যেই বহাল আছে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের পরে কমিশনার জুকার মেনথল ফ্লেভারড ই-সিগারেটের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সুপারিশ করেছেন - আমি তার সুপারিশ গ্রহণ করছি এবং এই অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপের উদ্দেশ্যে যথাশীঘ্র সম্ভব একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত করার জন্য তাকে নির্দেশ দিচ্ছি। নতুন প্রজন্মের সবাই যখন নিকোটিনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে, এবং মেন্থল ফ্লেভার বিক্রির উপর এই নিষেধাজ্ঞা যখন তরুণদেরকে জীবনব্যাপী বিপজ্জনক অভ্যাস গঠন থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করছে, তখন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে পারি না।"

দেশে নিউ ইয়র্ক রাজ্যেই 2019 সালের 17ই সেপ্টেম্বরে প্রথবারের মতো PHHPC কর্তৃক একটি জরুরি বিধিমালার উপর ভোট গ্রহণের মাধ্যমে ফ্লেভারড ইলেকট্রনিক সিগারেট ও নিকোটিন ই-

লিকুইড বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সেসময় মেন্থল-কে নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত করা উচিত কি না সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে 14 দিনের মধ্যে ফলাফল জানানোর জন্য গভর্নর কমিশনার জুকারকে নির্দেশ দেন।

কমিশনার ও তাঁর টিম এই বিষয়ে তাদের পর্যালোচনা শেষ করে আজ সকালে গভর্নরের কাছে তাঁদের সুপারিশ জমা দেন। অধিদপ্তরের পর্যালোচনায় নিউ ইয়র্ক স্টেটের 15 থেকে 17 বছর বয়সী কিশোরদেরকে নিয়ে স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগ (Department of Health, DOH) কর্তৃক ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)-এর করা একটি সমীক্ষা সহ চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী বহু প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া সমীক্ষা সম্পৃক্ত করা হয়েছে। 2019-এর বসন্তে এই সমীক্ষা চালানো হয় এবং গত সপ্তাহে বিশ্লেষণ চূড়ান্ত হয়। CDC/DOH-এর সমীক্ষায় দেখা গেছে, নিউ ইয়র্ক রাজ্যের তরুণরা উচ্চ হারে মেন্থল ফ্লেভারড ই-সিগারেট ব্যবহার করছে। সুনির্দিষ্ট ফলাফলের মধ্যে রয়েছে:

- কিশোর বয়সীদের মধ্যে মেন্থল বা মিন্ট ফ্লেভারড ই-সিগারেটের পছন্দ করার হার ছিল 34.1%, যেটির অবস্থান ফ্রুট ফ্লেভারের ঠিক পরেই (51.8%)।
- শ্বাসের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারী কিশোর বয়সীদের মধ্যে মেন্থল বা মিন্ট গ্রহণের অগ্রাধিকার 2017 সালের 19.9% থেকে বেড়ে 2019 সালে 34.1% হয়েছে, যা পরিসংখ্যানগতভাবে একটি বড় পার্থক্য।
- তাদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয় মেন্থল বা মিন্ট ফ্লেভারড ই-লিকুইডগুলো আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর বলে আপনি মনে করেন, তখন দেখা যায় তরুণের প্রায় অর্ধেকের (47.8%) বিশ্বাস হলো মেন্থল ফ্লেভারড ই-লিকুইড টোবাকো ফ্লেভারড ই-লিকুইডের তুলনায় কম ক্ষতিকারক।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিশনার ডা. হাওয়ার্ড জুকার বলেন, "সতর্ক বিবেচনার পর, এটা পরিষ্কার যে এই গবেষণা ফ্লেভারড ই-সিগারেট নিষিদ্ধকরণের আওতায় মেন্থলকেও অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে। গভর্নর কুমোর নেতৃত্বে আমরা সকল নিউ ইয়র্কবাসীর, বিশেষ করে তরুণদের জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করব।"

অল্পবয়স্ক লোকেদের মাঝে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ই-সিগারেটের ব্যবহার নাটকীয়ভাবে স্বাদের কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটিই অল্পবয়স্ক লোকেদের ই-সিগারেট শুরু করার এবং ব্যবহার করতে থাকার মূখ্য কারণ। স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেটা অনুযায়ী, নিউ ইয়র্ক স্টেটের 12 গ্রেডের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় 40 শতাংশ এবং হাই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় 27 শতাংশ এখন ই-সিগারেট ব্যবহার করে, এবং এই বৃদ্ধির অন্যতম প্রধাণ কারণ হল সুগন্ধী ই-লিক্যুইড। 2018 সালে হাই স্কুলে এর ব্যবহার (27.4%) 2014 সালে এর ব্যবহারের (10.5%) থেকে 160 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে নিউ ইয়র্কের হাই স্কুলের শিক্ষার্থীদের ধূমপানের হার 2000 সালের 27.1% থেকে 2016 সালে 4.3% এ রেকর্ড পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল, সেখানে স্বাদযুক্ত ই-সিগারেটের আগ্রাসী বিপণন কৌশল সেই প্রবণতাটিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে।

ঠিক সিগারেট, সিগার এবং ধোঁয়াহীন তামাকের বাজারের মতোই স্বাদ যুক্ত করা ভেইপিং/অ্যারোসোল শিল্পের কাছে অল্পবয়স্ক লোকেদের জন্য বিপণনের একটি মুখ্য কৌশল। ই-সিগারেট বিপণন মিন্ট চকোলেট, বাবলগাম এবং চেরি কোলার মতো স্বাদগুলিকে হাইলাইট করে, এবং একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস তৈরি করে যে সেগুলি ব্যবহারকারীদের জন্য ক্ষতিকারক নয়। নিউ ইয়র্ক স্টেটের 15 থেকে 17 বছর বয়সী কিশোর কিশোরী যারা বর্তমানে ইলেকট্রনিক ভেপার পণ্য ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে 2017 সালের একটি জরিপে দেখা গেছে 19% কিশোর কিশোরী বলেছে যে স্বাদের কারণেই তারা প্রথমে একটি ই-সিগারেট চেখে দেখেছে এবং 27% বলেছে স্বাদই হল তাদের ব্যবহার চালিয়ে যাবার কারণ। গবেষনায় এও দেখা গিয়েছে যে 2016 সালে প্রায় 78% হাই স্কুল শিক্ষার্থীরা, এবং 75% মিডল স্কুলের শিক্ষার্থীরা টোবাকো-অনুকূল বিপণনের সম্মুখীন হয়েছে বলে জানিয়েছে। আমাদের অল্পবয়স্ক লোকেদের লক্ষ্যবস্তু করার জন্য এই প্রতারণামূলক এবং বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপনগুলো রোধ করার জন্য পরবর্তী অধিবেশনে আইন উত্থাপণ করা হবে।

স্থানীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের জেলা অফিসগুলো বিদ্যমান ফ্লেভারগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের বিষয়টি দেখাশুনা করবে, যা শুরু হবে 4 অক্টোবর, শুক্রবার থেকে। যেসব খুচরা বিক্রেতা এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করবে তাদেরকে প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য 2,000 মার্কিন ডলার পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।

###

অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যাবে এখানে www.governor.ny.gov
নিউইয়র্ক স্টেট । এক্সিকিউটিভ চেম্বার । press.office@exec.ny.gov । 518.474.8418

আনসাবস্ক্রাইব করুন